২৪২

ভোরের কাগজ

তারিখ 0 9 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশন ও একটি শিক্ষা

ড. হারুণ-অর-রশিদ

গত ২৮ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলেও ৩য় দিবসে অর্থাৎ ৩০ জুন এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার মধ্য দিয়ে এর হঠাৎ সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এরপর এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে- যা সচেতন পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন। বিষয়টি এখন আদালত পর্যন্ত গড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেন এমনটি ঘটলো? 'সিনেট' হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে '৭৩-এর ঢা. বি. গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ-এর মধ্য থেকে সিন্ডিকেটের প্রস্তাবক্রমে সিনেট নতুন বিধি প্রণয়ন বা সংযোজন-বিয়োজন করে থাকে, যা-ই হচ্ছে স্ট্যাটিউট। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট ও বাজেট বিবেচনা এবং পাস করা সিনেটেরই অন্যতম কাজ। অধিকন্তু, চার বছর অন্তর সিনেট ভিসি প্যানেল নির্বাচন করে থাকে এবং এ প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর কর্তৃক একজন উপাচার্য নিযুক্ত হন। এসব কারণে সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পার্লামেন্ট' হিসেবে খ্যাত।

গঠন কাঠামো বিবেচনায়ও সিনেটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, সরকার মনোনীত ৫ জন সরকারি কর্মকর্তা, স্পিকার মনোনীত ৫ জন জাতীয় সংসদ সদস্য, চ্যান্সেলর মনোনীত ৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট মনোনীত ৫ জন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, একাডেমিক কাউন্সিল মনোনীত অধিভুক্ত কলেজসমূহের ৫ জন অধ্যক্ষ ও ১০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, ৩৫ জন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ৫ জন ডাকসু মনোনীত ছাত্র প্রতিনিধি- সর্বমোট ১০৪ সদস্য নিয়ে সিনেট গঠিত (দুটি ক্যাটাগরি শূন্য থাকায় বর্তমান সংখ্যা ৮৯)। সিনেট একটি চমৎকার প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা। সমষ্টিগত প্রজ্ঞাই হওয়ার কথা যার শ্রেষ্ঠত্ব।

এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি থেকে এ বছর যখন নির্বাচিত হই, তখন মনে প্রচুর উৎসাহ ও আশা-ভরসা ছিল। ভাবছিলাম, সারাদেশে গণতন্ত্রের চর্চা যেখানে সঙ্কুচিত এবং জাতীয় পর্যায়ে বিরাজ করছে এক সংঘাতময় পরিস্থিতি, সেক্ষেত্রে ঢা. বি. সিনেট জাতিকে অন্ধকারে আলোর পথ দেখাবে। ঐতিহাসিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা তাই। ধরে নিয়েছিলাম, সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবে, বাজেটের চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কিভাবে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যায়, তা সহ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ অনুসন্ধান ও তার প্রতিকার বিধান, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, অবৈধ ছাত্রভর্তি, ক্যাম্পাসে অবৈধ দোকানপাট, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা ও গবেষণার মান বৃদ্ধি, ছাত্রবৃত্তি ও পরিবহন সমস্যা, সেশন জ্যাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ইত্যাদি সিনেট অধিবেশনে গুরুত্ব পাবে।

কিন্তু বাস্তবে যা ঘটলো তা খুবই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। শুরু থেকেই একটা তড়িঘড়ি ভাব। সিনেটের চেয়ারম্যান উপাচার্যের অভিভাষণের ওপর বিভিন্ন সিনেটরের বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দুর্বলতা বা অনিয়ম ফুটে উঠলে উপাচার্য তাতে স্বস্তিবোধ করছিলেন না। বক্তব্যের মাঝপথেই অনেককে তিনি বসিয়ে দেন। আলোচনা ছাড়াই 'বার্ষিক রিপোর্ট' পাস করিয়ে নেওয়া হয়। বাজেটের ওপর আলোচনা হয়েছে যৎসামান্য। সিনেটরদের কর্তৃক পূর্বে দাখিলকৃত নানা বিষয়ের ওপর প্রশ্ন ও প্রস্তাবাবলীর ক্ষেত্রে কোনো আলোচনাই অনুষ্ঠিত হয়নি। মনে হচ্ছিলো, সিন্ডেকেট ও ফিন্যান্স কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচনই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে সিনেট অধিবেশনের একমাত্র উৎসাহব্যঞ্জক কর্মসূচি। জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার দায়ে ঢা. বি. শিক্ষক সমিতি থেকে বহিষ্কৃত ড. এম এরশাদুল বারীকে সিনেট অধিবেশনের ৩য় দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব মুহূর্তে নিয়ে এসে এমনি অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যাতে বিরোধী পক্ষ নির্বাচন বর্জন করতে বাধ্য হয় এবং সেই সুযোগে একতরফা নির্বাচন করিয়ে নিলেন প্রশাসন।

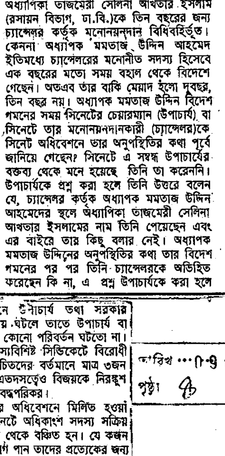

এবারের সিনেট অধিবেশনে যে বিষয়টি সবার দৃষ্টিতে লেগেছে তা হচ্ছে, সিনেটের চেয়ারম্যান উপাচার্যের ভূমিকা। তিনি যে গোটা সিনেটেরই চেয়ারম্যান- এটি সভার কার্য পরিচালনায় প্রকাশ না পেয়ে বরং তার পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকাই বারংবার প্রকাশিত হয়েছে (যা ইতিমধ্যে নানাভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে)। সাধারণ পক্ষপাতিত্বের কথা বাদ দিলেও সিন্ডিকেট ও ফিন্যান্স কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে তার ভূমিকা ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছনীয়। নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চ্যান্সেলর ও স্পিকার মনোনীত অনুপস্থিত সদস্যদের স্থলে নতুন নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করিয়ে আনেন এবং কোনো ক্ষেত্রে তা বিধিবহির্ভূতভাবে। চ্যান্সেলর ও স্পিকার মনোনীত সিনেট সদস্যদের মেয়াদ হলো ৩ বছর (Article 20, clause 2, Dhaka University Order, 1973, p.15)। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত অধ্যাদেশের Article 54 (p.38)-এ বলা আছে যে, কোনো সংস্থার মনোনীত সদস্যদের বেলায় 'ক্যাজুয়াল ভেকানসি' সৃষ্টি হলে যথাশিগগিরই সম্ভব মনোনয়ন-দানকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থা ঐ শূন্যপদে বাকি সময়ের জন্য মনোনয়ন করবেন (উদ্ধৃতি : All casual vacancies in the office of the members other than ex-officio members of any authority or of any other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or the body who nominated the member whose place has become vacant, and, the person nominated to a casual vacancy shall be a

member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member)"। এ বিধানবলে চ্যান্সেলর ও স্পিকার যদি মনোনয়ন দান করে থাকেন, সেক্ষেত্রেও নানা প্রশ্ন থেকে যায়। সে বিষয়ে বিস্তারিত না গিয়ে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ক্যাটাগরিতে বর্তমানে বিদেশে অবস্থানরত অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ (অর্থনীতি বিভাগ, ঢা. বি.)-এর স্থলে অধ্যাপিকা তাজমেরী সেলিনা আখতার ইসলাম (রসায়ন বিভাগ, ঢা.বি.)কে তিন বছরের জন্য চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনয়নদান বিধিবহির্ভূত। কেননা অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ইতিমধ্যে চ্যান্সেলরের মনোনীত সদস্য হিসেবে এক বছরের মতো সময় বহাল থেকে বিদেশে গেছেন। অতএব তার বাকি মেয়াদ হলো দুবছর, তিন বছর নয়। অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন বিদেশ গমনের সময় সিনেটের চেয়ারম্যান (উপাচার্য) বা সিনেটে তার মনোনয়নদানকারী (চ্যান্সেলর)কে সিনেট অধিবেশনে তার অনুপস্থিতির কথা পূর্বে জানিয়ে গেছেন? সিনেটে এ সম্বন্ধ উপাচার্যের বক্তব্য থেকে মনে হয়েছে তিনি তা করেননি। উপাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন যে, চ্যান্সেলর কর্তৃক অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের স্থলে অধ্যাপিকা তাজমেরী সেলিনা আখতার ইসলামের নাম তিনি পেয়েছেন এবং এর বাইরে তার কিছু বলার নেই। অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিনের অনুপস্থিতির কথা তার বিদেশ গমনের পর পর তিনি চ্যান্সেলরকে অভিহিত ফরেছেন কি না, এ প্রশ্ন উপাচার্যকে করা হলে তিনি এ বিষয়ে 'আর কিছু অবহিত নন' বা 'আর কিছু বলার নেই' এ কথা বলেন। অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন এ বছরের প্রথম দিকে অর্থাৎ প্রায় ৬ মাস পূর্বে বিদেশে যান, অথচ তার স্থলে অন্য একজনকে মনোনীত করে নিয়ে আসা হলো সিনেট যেদিন অধিবেশনে বসলো সেদিন (২৮ জুন)। (এবং এমন একজনকে মনোনীত করে নিয়ে আসা হলো যিনি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ক্যাটাগরি থেকে উপাচার্য সমর্থিত প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান)। সবচেয়ে আপত্তিজনক হচ্ছে, সিনেটের ভোটার তালিকায় শেষ মুহূর্তে এসব সংযোজন-বিয়োজন সিনেট চেয়ারম্যান উপাচার্য অধিবেশনে প্রকাশ না করে বরং তা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। অথচ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত ২৫ জন সিনেট সদস্য ও ডাকসুর মনোনীত ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধিকে তিনি অন্য সিনেটরদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। নির্বাচন হবে অথচ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে না, এ কেমন কথা?

গণতন্ত্রে দল থাকে। দলবিহীন গণতন্ত্র হয় না। দল থাকলে কিছুটা 'দলাদলি'ও থাকবে বা মেনে নিতে হয়। কিন্তু সে দলাদলি' হতে হবে সহনীয় মাত্রায়। অর্থাৎ তা যেন গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই অর্থাৎ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিনষ্ট না করে ফেলে। সিনেটের সদস্যবৃন্দ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণীজন।

> **উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি কিভাবে আচার--আচরণ করেন সেটাই মুখ্য। এক্ষেত্রে তিনি একটি মাত্র মান অনুসরণ করে চলবেন সেটাই সাধারণভাবে কাঙ্ক্ষিত। কথায় কথায় তিনি সরকার কিংবা তার গ্রুপের পক্ষে লাঠি ধরতে যাবেন কেন? উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী সত্যি, তবে সেই সঙ্গে একজন শিক্ষকও। তার ভেতর একজন শিক্ষকের আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতা সক্রিয় থাকবে না কেন?**

এ কথা ঠিক, একটি দলের (গ্রুপ) চ্যানেল থেকে সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার পর চ্যান্সেলর কর্তৃক উপাচার্য নিয়োগ লাভ করে থাকেন।

(চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রথমে সরাসরি উপাচার্য পদে নিয়োগলাভ এবং পরে সিনেটে পাস করিয়ে নেওয়া স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম)। সেই অর্থে, উপাচার্যের একটি কথিত গ্রুপ থাকা কিংবা সরকারের কাছে কিছুটা দায়বদ্ধতা বোধকরি বর্তমান প্রক্রিয়ায় অনুপেক্ষণীয়। উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি কিভাবে আচার-আচরণ করেন সেটাই মুখ্য। এক্ষেত্রে তিনি একটি মাত্র মান অনুসরণ করে চলবেন সেটাই সাধারণভাবে কাঙ্ক্ষিত। কথায় কথায় তিনি সরকার কিংবা তার গ্রুপের পক্ষে লাঠি ধরতে যাবেন কেন? উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী সত্যি, তবে সেই সঙ্গে একজন শিক্ষকও। তার ভেতর একজন শিক্ষকের আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতা সক্রিয় থাকবে না কেন? এর পরিবর্তে তিনি যদি একজন দলীয় নেতা বা বেতনভুক্ত সরকারি চাকুরের মতো আচার-আচরণ করেন তা আমাদের মর্মাহত করে। অপরদিকে, সিনেট অধিবেশনের শুরু থেকে অন্যান্য দিন উপস্থিত হয়ে সিনেটের স্বাভাবিক কার্যক্রমে অংশ না নিয়ে শুধু নির্বাচনী পর্বে বা নির্বাচন শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পূর্বে সরকার বা অন্যান্য সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতি কতোখানি নৈতিকতাসম্মত? সন্দেহ নেই, নির্বাচনী ফলাফল নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্যই এ আয়োজন। কিন্তু সিন্ডিকেটের ৩টি পদ ও ফিন্যান্স কমিটির ১টি আসনের

ভোরের কাগজ

তারিখ 0 9 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

উল্লিখিত নির্বাচনে উপাচার্য তথা সরকার সমর্থকদের পরাজয় ঘটলে তাতে উপাচার্য বা সরকারের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটতো না। (উল্লেখ্য, ১৭ সদস্যবিশিষ্ট সিন্ডিকেটে বিরোধী পক্ষ হিসেবে পরিচিতদের বর্তমানে মাত্র ৩জন সদস্য রয়েছেন) এতদসত্ত্বেও বিজয়কে নিরঙ্কুশ করতে এরা ছিলো বদ্ধপরিকর।

এক বছর পর অধিবেশনে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও এবার সিনেটে অধিকাংশ সদস্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করা থেকে বঞ্চিত হন। যে কজন বক্তব্য রাখার সুযোগ পান তাদের প্রত্যেকের জন্য সময় বরাদ্দ ছিল মাত্র ১০ মিনিট। সিনেটের এ বার্ষিক অধিবেশন ৩দিনে মোট ১২ ঘন্টার মতো চলেছে। ওয়াক আউট ও নির্বাচনী সময় বাদ দিলে তা আরো নিচে নেমে আসবে। তাছাড়া অর্ধেকের মতো সদস্যদের ৩য় দিনে নির্বাচন বর্জনের ফলে সিনেট অধিবেশন একতরফাভাবে চলেছে। জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল। পাঠকবর্গের জানা, গত ১৫ মাস ধরে বিরোধী সাংসদদের অনুপস্থিতিতে একদলীয়ভাবে জাতীয় সংসদের কার্যাবলী চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, যা অন্তঃসারশূন্য এক প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। উপাচার্য তথা সরকারের পক্ষে একটি 'রাবার স্ট্যাম্প' হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার (অপ)চেষ্টার মুখে এবারের সিনেট অধিবেশন গঠনমূলক কোনোকিছুই অর্জন করতে পারেনি; অতএব, ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এরা তা স্বীকার করবেন না, কেননা তারা যা যেমনটি করে চেয়েছিলেন, শতকরা একশ ভাগ তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

'সিনেট' বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্লামেন্ট হিসেবে খ্যাত, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বছরে একাধিকবার সিনেট অধিবেশন বসা বাঞ্ছনীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার '৭৩- Article 21 clause-2 তে সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন ছাড়াও প্রয়োজনবোধে এর অধিকতর সভা আহ্বানের ক্ষমতা উপাচার্যকে দেওয়া হলেও উপাচার্য মহোদয়রা এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ দেখিয়ে আসছেন। এমনকি, ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের সিনেটে বছরে একাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের পক্ষে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরও তা কার্যকর করতে উপাচার্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। এ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আশাকরি ভুল হবে না যে, সিনেট একটি কার্যকরী সংস্থায় পরিণত হোক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট তা কাম্য নয়। এ অবস্থা জাতীয় পর্যায়ে সরকারের অবস্থানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাহলে এদেশে গণতন্ত্র চর্চা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কাঠামো গড়ে উঠবে কিভাবে? এজন্য একটি সচল, সক্রিয় জাতীয় সংসদই যথেষ্ট নয়। চাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিনেট, পৌর করপোরেশন, মিউনিসিপলিটিসমূহ, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-সংস্থায় গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসৃত হোক এবং একটি মজবুত গণতান্ত্রিক ভিতের উপর এসব দাঁড়াক। জাতীয় পর্যায়ে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র বিরাজ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতরা ব্যর্থ হবো কেন? তাহলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির সম্মুখে তার এতোদিনকার অগ্রবর্তী ভূমিকা তুলে ধরবে কিভাবে?

গণতন্ত্রের মূল শর্ত হচ্ছে সহনশীলতা। অন্যের মতামতের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা না থাকলে সেখানে গণতন্ত্র চর্চা কিভাবে সম্ভব? যে কোনোভাবে নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত করার মানসিকতা গণতন্ত্রের শত্রু। আমাদের মূল সমস্যা এখানে। অর্থাৎ আমরা নিরঙ্কুশ বা -Absolute অর্থে সবকিছু চাই। অন্যকে কি ক্ষমতা, কি সম্পদ বা সৌভাগ্য কোনোকিছুতে অংশীদারিত্ব দিতে অনিচ্ছুক। অথচ গণতন্ত্রের প্রতিপাদ্য বা সারকথা হচ্ছে অংশীদারিত্বের মনোভাব। গণতন্ত্র চর্চা ও একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য বিজয়ী বা বিজিত হওয়া উভয় সম্ভাবনার জন্যই সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রস্তুত থাকতে হয় এবং চূড়ান্তভাবে তা মেনে নিতে হয়। ঢা. বি. সিনেট অধিবেশন ও উল্লিখিত নির্বাচন থেকে আরেকটি বিষয় শিক্ষণীয় : যেখানে উপাচার্য ও সরকার সিন্ডিকেট ও ফিন্যান্স কমিটির ৪টি পদের ক্ষেত্রে এতোটুকু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, সেক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচনে কি অবস্থা দাঁড়াবে? কেননা এর ফলাফলের সঙ্গে শত-সহস্র গুণ 'stake' জড়িত। সেমতাবস্থায় একটি বিকল্প ব্যবস্থাধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে দাবি উঠেছে, তা জাতির সুবিবেচনার জোর দাবি রাখে।

ড. হারুণ-অর-রশিদ : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্বাচিত সিনেট সদস্য।